উপস্থিত ঃ- মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া , চট্টগ্রাম

আদেশ নং- ৮৭
তাং-০১/০২/২০২৩ ইং

অদ্য একতরফা আদেশের জন্য ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেননি।

নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদী আরজি তফসিল বর্নিত ভুমিতে স্থিত মসজিদ **" জাফর আলী মুন্সি জামে মসজিদ"** নাম হওয়া মর্মে ঘোষনার প্রার্থনায় **১-১০** নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা আনয়ন করেছেন।

১-১০ নং বিবাদীর প্রতি সমন সঠিকভাবে জারি হলেও তারা অত্র মামলায় হাজির হতে ব্যর্থ হয়। যার প্রেক্ষিতে বিগত ১৪/১১/২০২২ ইং তারিখের ৮৪ নং আদেশমূলে তাদের বিরুদ্ধে এক-তরফা শুনানীর জন্য ধার্য হয়।

অত্র মামলা প্রমানের জন্য বাদীপক্ষে কথিত মসজিদের মোতয়াল্লী **মোঃ আলমগীর P.W.-1 এবং হাজী আবুল কালাম P.W.-2** হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। বাদীপক্ষ দাবির সমর্থনে যেসকল দলিলাদি দাখিল করেন উহা প্রদর্শনী- ১-১৩ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হলো।

মোঃ আলমগীর P.W.-1 এবং হাজী আবুল কালাম P.W.-2এর গৃহীত জবানবন্দি, নথি ও দাখিলকৃত কাগজাদি প্রদর্শনী ১-১৩ সিরিজ দেখলাম এবং পর্যালোচনা করলাম। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তফসিল বর্নিত ভুমিতে স্থিত মসজিদ প্রকৃতপক্ষে **জাফর আলী মুন্সি জামে মসজিদ** নামে চলে আসিতেছে। এ বিষয়টি বাদীপক্ষ উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমি মনে করি। সুতরাং বাদীপক্ষ তাহার প্রার্থীত প্রতিকার পেতে হকদার।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব, আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-১০ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনাখরচায় ডিক্রি হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, আরজি তফসিল বর্নিত ভুমিতে স্থিত মসজিদ **"জাফর আলী মুন্সি জামে মসজিদ" হইবে। ঐ নামেই উক্ত মসজিদ সর্বত্র পরিচিতি পাবে এবং সকল কার্যাবলী ঐ নামেই সম্পাদিত হইবে।**

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম